এম আর টি লাইন-৬ এর রুট এলাইনমেন্ট ও স্টেশন

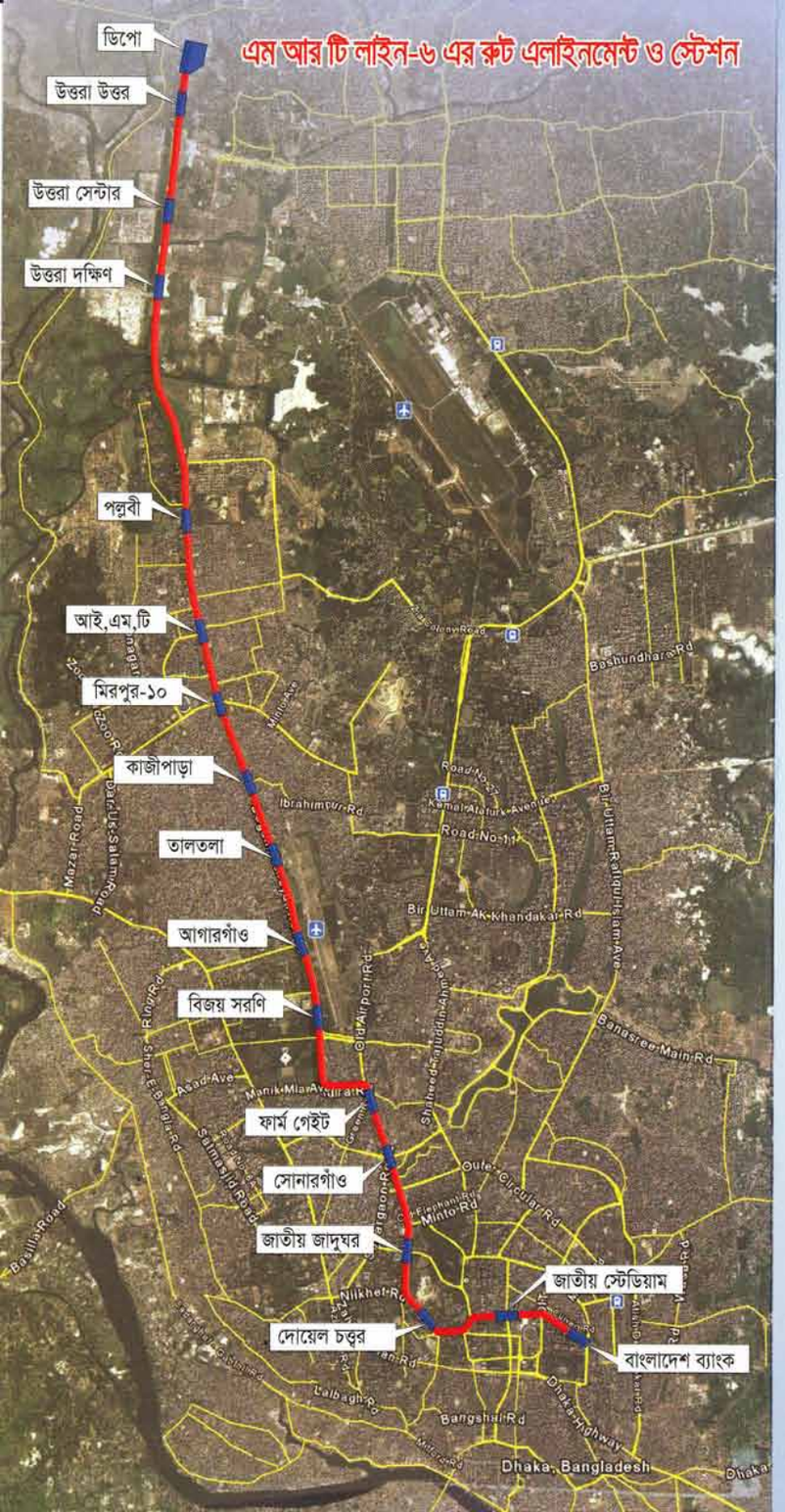

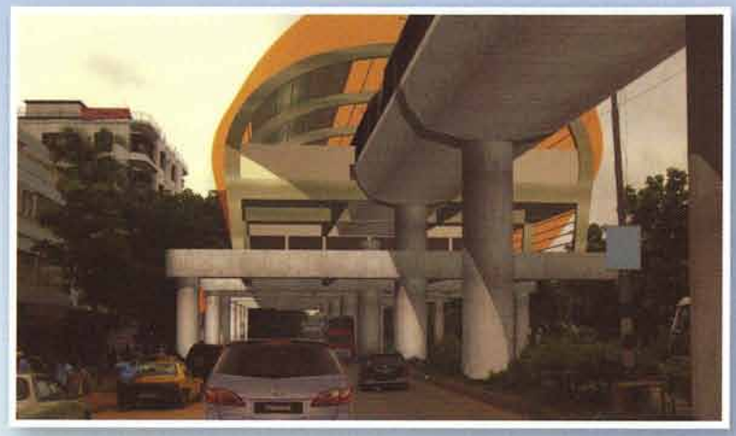

মেট্রোরেল স্টেশন (প্রক্ষেপিত)

মেট্রোরেল প্লাটফর্ম (প্রক্ষেপিত)

মেট্রোরেলের ইলেকট্রনিক টিকিট গেইট (প্রক্ষেপিত)

JICA

ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৬

(মেট্রোরেল)

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

পটভূমি

ঢাকা পৃথিবীর জনবহুল মহানগরগুলোর মধ্যে নবম। এ মহানগরের জনসংখ্যা প্রায় ১.২ কোটি যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশাল এ জনগোষ্ঠীর যাতায়াতের জন্য গণপরিবহনের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর ব্যাপক চাহিদার বিপরীতে মানসম্মত গণপরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় ব্যক্তিগত যানবাহনের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (Strategic Transport Plan) গ্রহণ করে, যা বর্তমানে গণপরিবহন চাহিদার প্রেক্ষিতে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার সুপারিশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে Japan International Cooperation Agency (JICA) বিগত ২০০৯-২০১০ সময়ে ঢাকা শহরে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমীক্ষায় এমআরটি লাইন-৬ অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের আলোকে সরকার এমআরটি লাইন-৬ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এমআরটি লাইন-৬ এর রুট এলাইনমেন্ট হল উত্তরা ৩য় ফেইজ - পল্লবী - রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট - হোটেল সোনারগাঁও - শাহবাগ - টিএসসি - দোয়েল চত্বর - তোপখানা রোড - বাংলাদেশ ব্যাংক। মূল রুট নির্মাণের পর পরবর্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক - অতীশ দীপঙ্কর রোড হয়ে সায়েদাবাদ পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে।

এমআরটি লাইন-৬ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং JICA এর সাথে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এমআরটি লাইন-৬ নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে শতভাগ সরকারী মালিকানাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) গঠন করা হয়েছে। এ কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন দশ হাজার কোটি টাকা।

এমআরটি লাইন-৬ হবে বাংলাদেশে ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা যা প্রতি ঘন্টায় উভয় দিকে ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম হবে। মেট্রোরেল নির্মিত হলে ঢাকা শহরের গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও আধুনিক হবে, শ্রমঘন্টা বাঁচবে, ভ্রমন হবে নিরাপদ ও সময় সাশ্রয়ী। ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যানজট বহুলাংশে নিরসন হবে। ফলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে।

মেট্রোরেলের রেলট্রাক (প্রক্ষেপিত)

প্লাটফর্ম-এ যাত্রীদের উঠানামার ব্যবস্থা (প্রক্ষেপিত)

মেট্রোরেল ভায়াডাক্ট (প্রক্ষেপিত)

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ	**ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট**
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	ঃ	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ১৬,৫৯৪.৫৯ কোটি টাকা জিওবি ৫,৩৯০.৪৮ কোটি টাকা
অর্থায়নে	ঃ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার Japan International Cooperation Agency (JICA)
মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য	ঃ	২০.১০ কিলোমিটার
অবকাঠামোর ধরণ	ঃ	এলিভেটেড
রুট এলাইনমেন্ট	ঃ	উত্তরা ৩য় ফেইজ-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক
স্টেশনের সংখ্যা	ঃ	১৬
স্টেশনের নাম	ঃ	উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, আইএমটি, মিরপুর সেকশন-১০, কাজীপাড়া, তালতলা, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট সোনারগাঁও, জাতীয় জাদুঘর, দোয়েল চত্বর, জাতীয় স্টেডিয়াম এবং বাংলাদেশ ব্যাংক
যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা	ঃ	প্রতি ঘন্টায় উভয় দিকে ৬০ হাজার
যাতায়াত সময়	ঃ	৩৭ মিনিট (উত্তরা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক)
ট্রেন থামবে	ঃ	প্রতি সাড়ে ৩ মিনিট পর প্রতি স্টেশনে
মেট্রোরেলের যাত্রা শুরু	ঃ	২০১৯ সাল
প্রকল্পের সময়কাল	ঃ	জুলাই ২০১২ - জুন ২০২৪
মেট্রোরেলের পরিচালনায়	ঃ	ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)